যুগান্তর

তারিখ : 28 JUL 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

আর্থিক সংকটে ৩৪ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়

যুগান্তর রিপোর্ট

দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আর্থিক সংকটে পড়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানিয়েছে, বিগত অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের অর্থ না পাওয়ায় তাদের এ অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ধারদেনা করে নিজেদের বিভিন্ন খাতের ব্যয় মেটাচ্ছে। দেশে বর্তমানে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে ৩৪টি।

জানা গেছে, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থার কথা জানিয়ে মে মাসে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম ও অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিতকে পত্র দেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী। এরপর একাধিকবার এ ব্যাপারে তাগিদও দেয়া

সংকটে : পৃষ্ঠা ১৬ : কলাম ১

সংকটে : আর্থিক

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হয়। কিন্তু এ খাতে কোনো অর্থ মেলেনি। ইউজিসি সূত্র জানায়, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট হচ্ছে ১ হাজার ৩৮০ কোটি টাকা। ২০১২-১৩ অর্থবছরে এর পরিমাণ ছিল ১ হাজার ১৩০ কোটি টাকা। ওই অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শতাধিক কোটি টাকা চাওয়া হয়। ইউজিসি এর মধ্যে ৭০ কোটি টাকা চেয়ে সরকারকে চিঠি দেয়। কিন্তু এ ব্যাপারে শিক্ষা বা অর্থ কোনো মন্ত্রণালয় থেকেই ইতিবাচক সাড়া মেলেনি।

জানা গেছে, এর আগে ২০১১-১২ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেটের অর্থের জন্য একই অবস্থা তৈরি হয়েছিল। তখনও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায়নি। পরে প্রধানমন্ত্রীর সংরক্ষিত তহবিল থেকে ৪১ কোটি ৫০ লাখ টাকা দেয়া হয়েছিল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে। সূত্র জানায়, সংশোধিত বাজেটের অর্থ পেতে সব ধরনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ইউজিসি। এদিকে চরম অর্থ সংকটে পড়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও বারবার খোঁজ নিচ্ছে ইউজিসিতে। প্রায় প্রতিদিনই কোনো না কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি সশরীরে বা টেলিফোনে খবর নিচ্ছেন। বিষয়টি স্বীকার করে ইউজিসির অর্থ ও হিসাব পরিচালক ইব্রাহিম কবির বলেন, 'আমরা অর্থ পেতে সব ধরনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আশা করছি দ্রুত ইতিবাচক সিদ্ধান্ত পাব।'

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকার যে বরাদ্দ দেয়, তার সিংহভাগই চলে যায় শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা এবং প্রতি বছর অবসরে যাওয়া শিক্ষকদের ব্যয় বহনে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক সংকট আর কাটে না। দেশের ৩৪টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা ৩৩ হাজার ৩৯০ জন। এর মধ্যে শিক্ষক ১০ হাজার ৬০৪ জন, কর্মকর্তা ৫ হাজার ৩৬২ জন, তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী ৬ হাজার ৯৪৫ জন এবং ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী ১০ হাজার ৪৭৯ জন। জানতে চাইলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) আশরাফ উদ্দিন বলেন, 'সংশোধিত বাজেটের অর্থ পাওয়া না গেলে আমাদেরও বড় ধরনের সংকটে পড়তে হবে। কিন্তু এ ব্যাপারে কোনো নিশ্চয়তা পাচ্ছি না।'